ছায়াপুরুষ দর্শন ও হামজাদ সাধনা

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

ছায়াপুরুষ দর্শন ও হামজাদ সাধনা

সূচনা

আপনার কি কখনো মনে হয়েছে গভীর রাতে আপনি একা নন, বরং কেউ একজন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি যখন আয়নার সামনে দাঁড়ান, তখন কি আপনার প্রতিবিম্ব আপনার দিকে ভিন্ন কোনো দৃষ্টিতে তাকায়।এই ছায়া কি শুধুই আলোর খেলা, নাকি এর ভেতরে লুকিয়ে আছে আপনারই এক অন্ধকার যমজ সত্তা।জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই অদৃশ্য সঙ্গী আপনার সাথেই থাকে।সে আপনার প্রতিটি গোপন পাপ আর দুর্বল মুহূর্তের খবর রাখে।আজ আমরা জানব সেই ছায়াপুরুষ বা হামজাদের রক্ত হিম করা রহস্য।

উপস্থাপক পরিচিতি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আধ্যাত্মিক জগতের এই গভীরতম আলোচনায় আপনাদের সাথে আছি আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।

অধ্যায় ১: জন্মের সাথেই আসা অদৃশ্য যমজ

আল্লাহ যখন মানুষকে সৃষ্টি করেন, তখন প্রতিটি মানুষের সাথে আগুন দিয়ে তৈরি একটি অদৃশ্য সত্তা বা ক্বারিন জুড়ে দেওয়া হয়।শিশু যখন পৃথিবীতে এসে প্রথম কান্না করে, তখন এই হামজাদও তার সাথে অস্তিত্ব লাভ করে।এই ছায়াপুরুষ আপনার দেহের মতোই হুবহু দেখতে, কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র হয় আপনার সম্পূর্ণ বিপরীত।আপনি যখন ঘুমান, তখন এই হামজাদ জেগে থাকে এবং আপনার অবচেতন মনে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে।সাধারণ মানুষ ভাবে ছায়া কেবল আলোর বিপরীতে তৈরি হওয়া একটি জড় অবয়ব মাত্র।কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধকরা জানেন, এই ছায়ার নিজস্ব একটি প্রাণ আছে এবং সে স্বাধীনভাবে চলতে চায়। হামজাদ মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গ ছাড়ে না এবং সে কবরের কিনারা পর্যন্ত মানুষকে ধাওয়া করে।আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী এই হামজাদ, তাই তাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।সে আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনাকে ধ্বংস করার জন্য সর্বদা ওত পেতে থাকে।

অধ্যায় ২: ছায়ার গোপন ইশারা ও অনুভূতি

মাঝে মাঝে গভীর রাতে মনে হয় কেউ একজন আপনার নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু ফিরে তাকালে কাউকে দেখা যায় না।নির্জন ঘরে বসে থাকলে মনে হয় কেউ একজন আপনার ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে।এগুলো আসলে আপনার হামজাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার গোপন চেষ্টা।সে চায় আপনি ভয় পান, কারণ মানুষের ভয় থেকেই হামজাদ তার শক্তি সঞ্চয় করে।যখন আপনি একমনে কোনো দিকে

তাকিয়ে থাকেন, তখন চোখের কোণে কালো কোনো ছায়া সরে যেতে দেখা যায়।এটি কোনো মনের ভুল নয়, বরং এটি সেই অদৃশ্য দেয়াল যা হামজাদ আপনার চারপাশে তৈরি করে।সাধকরা বলেন, মানুষের মন যখন খুব দুর্বল থাকে, তখনই হামজাদ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।সে আপনার একাকীত্বের সঙ্গী হতে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গ হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।এই অদৃশ্য ছায়া আপনার শরীরের সাথে লেগে থেকেও আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুহয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যায় ৩: হামজাদের অকল্পনীয় শক্তি

হামজাদ বা ক্বারিন সাধারণ কোনো জ্বিন নয়, সে বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের গোপন সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে এনে দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে। যদি কেউ এই ছায়াপুরুষকে বশ করতে পারে, তবে সে অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা লাভ করে।হামজাদ তার মনিবকে এমন সব গুপ্তধন বা হারানো জিনিসের সন্ধান দিতে পারে যা সাধারণ বুদ্ধিতে অসম্ভব।সে দেয়াল ভেদ করে যেকোনো বদ্ধ ঘরে প্রবেশ করতে পারে এবং গোপন কথা শুনে আসতে পারে।কিন্তু হামজাদের এই শক্তি ব্যবহারের জন্য সাধককে চড়া মূল্য দিতে হয়।হামজাদ কখনোই কোনো ভালো কাজ করতে চায় না, সে সর্বদা শয়তানি ও ধ্বংসাত্মক কাজে আনন্দ পায়। তার শক্তি আগুনের মতো, যা দিয়ে যেমন অন্ধকার দূর করা যায়,

তেমনি নিজের ঘরও জ্বালিয়ে দেওয়া যায়।এই শক্তি হাতে পাওয়া মানে জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মতো কঠিন পরীক্ষা।

অধ্যায় ৪: সাধনার জন্য নিষিদ্ধ প্রস্তুত প্রণালী

হামজাদ সাধনার জন্য এমন একটি স্থান বেছে নিতে হবে যেখানে মানুষের কোলাহল বা পবিত্রতার কোনো চিহ্ন নেই।সাধারণত পুরোনো ধ্বংসাবশেষ বা নির্জন নদীর পাড় এই সাধনার জন্য উপযুক্ত স্থান। সাধককে শরীর ও মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হয় যেন সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে পারে।সাধনার সময় শরীরে কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না, বরং পরিবেশ হতে হবে গুমোট ও ভারী।ঘরটি হতে হবে সম্পূর্ণ অন্ধকার, যেখানে বাইরের এক চিলতে আলোও প্রবেশ করতে পারবে না।

এই সাধনায় বসার আগে নিজের কলিজাকে পাথর করতে হয়, কারণ ভয় পেলেই মৃত্যু নিশ্চিত।সাধকের পোশাকে কোনো প্রাণীর ছবি থাকা যাবে না এবং সে সময় কোনো মানুষের সাথে কথা বলা যাবে না।এই প্রস্তুতি পর্বটিই নির্ধারণ করে দেয় আপনি হামজাদকে বশ করতে পারবেন কি না।সামান্য ভুল হলেই হামজাদ সাধকের মানসিক ভারসাম্য চিরতরে নষ্ট করে দিতে পারে।

অধ্যায় ৫: অমাবস্যার রাতের ভয়ঙ্কর ডাক

হামজাদ সাধনার জন্য চান্দ্র মাসের অমাবস্যার রাত বা ঘোর অন্ধকার সময়কে বেছে নেওয়া হয়। এই রাতে শয়তানি শক্তি ও নেতিবাচক তরঙ্গগুলো পৃথিবীতে প্রবলভাবে বিচরণ করে।সাধককে রাত বারোটার পর নির্দিষ্ট আসনে বসে একমনে সাধনা শুরু করতে হয়।চারপাশ যখন নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন শুধুমাত্র নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দই কানে বাজে। এই সময় বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যেতে পারে এবং অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যেতে পারে। সাধককে মনে রাখতে হবে, এই সবকিছুই হামজাদের মায়াজাল বা বিভ্রম।যদি সাধক মাঝপথে ভয় পেয়ে আসন ছেড়ে উঠে যায়, তবে সে আর কখনো সুস্থ জীবনে ফিরতে পারে না। অমাবস্যার এই অন্ধকার রাতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের পর্দা পাতলা হয়ে যায়। এই সময় হামজাদ তার আসল রূপ নিয়ে সাধকের খুব কাছাকাছি চলে আসে।

অধ্যায় ৬: দীপশিখা ও জীবন্ত ছায়া

সাধনার মূল উপকরণ হলো একটি মাটির প্রদীপ বা মোমবাতি, যা সাধকের ঠিক পেছনে জ্বলতে থাকবে। এই আলোর কারণে সামনে দেয়ালে বা মাটিতে সাধকের একটি বিশাল ও স্পষ্ট ছায়া পড়বে। সাধককে চোখের পলক না ফেলে সেই ছায়ার গলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে।দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হবে ছায়াটি

নড়াচড়া করছে এবং তার শরীর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।এটি চোখের কোনো সমস্যা নয়, বরং এটি হলো সেই মুহূর্ত যখন হামজাদ জাগ্রত হচ্ছে।ঘরের তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যেতে পারে এবং এক ধরণের পচা গন্ধ নাকে আসতে পারে।ছায়াটি তখন আর দেয়ালের সাথে লেগে থাকা কালো দাগ থাকে না, সে জীবন্ত হয়ে ওঠে।সাধককে এই সময় নিজের মনের জোর ধরে রাখতে হয় এবং দৃষ্টি সরানো যাবে না।এই দীপশিখার আলো ও ছায়ার খেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলাই হলো হামজাদ সাধনার প্রথম স্তর।

অধ্যায় ৭: হামজাদ বশীকরণের পূর্ণ নিয়ম

হামজাদ সাধনার জন্য একটানা ৪১ দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে বসতে হবে। রাত ১২টা ১ মিনিটে পবিত্র বা অপবিত্র অবস্থায় পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়ে বসুন। আপনার পেছনে প্রদীপটি এমনভাবে রাখুন যেন আপনার ছায়াটি আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। এবার নিজের চারপাশে একটি সুরক্ষা রেখা বা হিসার টেনে নিন, যাতে হামজাদ আপনার শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।স্থির দৃষ্টিতে আপনার ছায়ার গলার দিকে তাকিয়ে মনে মনে "ইয়া হামজাদ, ইয়া ক্বারিন, হাজির শও" মন্ত্রটি একনাগাড়ে ১০১ বার জপ করুন।সাধনার ২১তম দিন থেকে আপনি অনুভব করবেন যে ছায়াটি আপনার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।৪০তম দিনের রাতে সেই ছায়াটি বিকট বা সুন্দর মানুষের রূপ ধরে আপনার সামনে এসে কথা বলবে। তখন

ভয় না পেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে তার সাথে শপথ করতে হবে যে সে আপনার নির্দেশ মানবে। এই চুক্তি হয়ে গেলেই হামজাদ আপনার আজীবনের গোলাম হয়ে যাবে।

অধ্যায় ৮: সাধনার মাঝখানের বিভীষিকা

সাধনা চলাকালীন সময়ে হামজাদ সাধককে ভয় দেখানোর জন্য ভয়ঙ্কর সব রূপ ধারণ করে। কখনো মনে হবে ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ছে বা বিষাক্ত সাপ আপনাকে দংশন করতে আসছে। কখনো আপনার মৃত বাবা-মা বা প্রিয়জনের রূপ ধরে এসে হামজাদ কান্না করতে শুরু করবে। সে চাইবে আপনি মায়ার বশবর্তী হয়ে কথা বলুন বা হিসার ছেড়ে বেরিয়ে আসুন।

হামজাদ প্রচণ্ড চিৎকার করতে পারে বা এমন অট্টহাসি দিতে পারে যা শুনে রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু সাধককে পাথরের মূর্তির মতো স্থির থাকতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে এটি শুধুই মায়া। যদি আপনি এই মায়াজাল ছিন্ন করতে না পারেন, তবে সাধনা বিফলে যাবে এবং আপনার ক্ষতি হবে। এই বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলো পার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তারাই কেবল হামজাদকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে।

অধ্যায় ৯: হামজাদ বশ হওয়ার পরবর্তী জীবন

হামজাদ একবার বশ হয়ে গেলে সাধকের জীবন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।সাধক চাইলেই চোখের পলকে দূরের কোনো সংবাদ বা গোপন তথ্য জেনে নিতে পারেন। হামজাদ সাধককে বিভিন্ন বিপদ থেকে আগাম সতর্ক করে দেয় এবং শত্রুর ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়।তবে এই ক্ষমতার একটি অভিশপ্ত দিক আছে, সাধক আর কখনো মানসিকভাবে শান্তি পায় না।সব সময় কানের কাছে হামজাদের ফিসফিসানি শোনা যায়, যা সাধককে ঘুমাতে দেয় না।যদি সাধক কখনো হামজাদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে হামজাদ তার ওপর চড়াও হয়। এই শক্তি ধরে রাখা আগুনের গোলক হাতে রাখার মতোই কষ্টসাধ্য এবং বিপজ্জনক।সাধককে আমৃত্যু এই অদৃশ্য সত্তার সাথে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে থাকতে হয়।

অধ্যায় ১০: চূড়ান্ত পরিণতি ও সতর্কতা

হামজাদ সাধনা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং কুফরির পর্যায়ে পড়ে।গায়িব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ জানেন, তাই জ্বিন বা হামজাদের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করা শিরক। এই সাধনায় লিপ্ত হয়ে অনেকে তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলে এবং শয়তানের গোলামে পরিণত হয়।হামজাদ মানুষকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে

নিতে চায় যা আল্লাহর আদেশের সম্পূর্ণ বিরোধী।প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হলো নফস বা রিপুকে দমন করা, তাকে শক্তিশালী করা নয়।আমাদের মনে রাখা উচিত, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আল্লাহর ওপর ভরসা। তাই এই নিষিদ্ধ জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।অন্ধকার পথের শেষটা সব সময় অন্ধকারই হয়, তাই আলোর পথ আঁকড়ে ধরুন।

উপসংহার

প্রিয় দর্শক, আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানলাম মানুষের ভেতরের সুপ্ত অন্ধকার শক্তি সম্পর্কে।ছায়াপুরুষ বা হামজাদকে বশ করা হয়তো সাময়িক ক্ষমতা দিতে পারে, কিন্তু এটি আপনার পরকাল ধ্বংস করে দেয়।মুমিন হিসেবে আমাদের কাজ হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, কোনো জ্বিন বা ছায়ার কাছে নয়। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে, এটি কোনো সাধনার আমন্ত্রণ নয়।নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে এই সব অন্ধকার জগত থেকে দূরে রাখুন।

মেগাক্লাস প্রমোশন

যারা হামজাদ, ছায়াশক্তি এবং অদৃশ্য জগত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাদের জন্য আসছে আমাদের বিশেষ "মেগাক্লাস: শ্যাডো

ওয়ার্ল্ড"।এই কোর্সে হামজাদ ও ছায়া রিলেটেড ১২টি গোপন বিষয়ে ক্লাস নেওয়া হবে:

১. হামজাদ বশীকরণ পদ্ধতি: হামজাদকে বশ করার প্রাচীন ও লুপ্ত কিছু নিয়ম।

২. হামজাদের সাথে চুক্তি: কীভাবে হামজাদের সাথে নিরাপদ চুক্তি করতে হয়।

3. ছায়া দর্শন ও ভবিষ্যৎবাণী: নিজের ছায়া দেখে কীভাবে ভবিষ্যৎ জানা যায়।

৪. হামজাদের আক্রমণ: হামজাদ ক্ষেপে গেলে কী ক্ষতি করে এবং বাঁচার উপায়।

৫. ক্বারিন ও জ্বিনের পার্থক্য: আপনার সাথী শয়তান ও বাইরের জ্বিনের ক্ষমতার তফাৎ।

৬. হামজাদের জবানবন্দি: বশ করা হামজাদ থেকে কীভাবে সত্য কথা বের করবেন।

৭. আয়না ও ছায়া: আয়নার মাধ্যমে হামজাদকে দেখার গোপন সাধনা।

৮. শত্রুর হামজাদ দমন: শত্রুর হামজাদকে কীভাবে দুর্বল করে তাকে পরাস্ত করবেন।

৯. হামজাদ ও স্বপ্ন: স্বপ্নের মাধ্যমে হামজাদ কীভাবে যোগাযোগ করে।

১০. নিষিদ্ধ ছায়া মন্ত্র: যে মন্ত্র পাঠ করলে ছায়া কথা বলে (সাবধানতা সহ)।

১১. হামজাদের খাদ্য: হামজাদকে শক্তিশালী করতে কী ধরণের আমল বা খাদ্য প্রয়োজন।

১২. ক্বারিন থেকে মুক্তি: হামজাদের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার শক্তিশালী ইসলামি আমল।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732